সংবাদ

তারিখ ... 09 OCT 2015 ... পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৮...

নিয়ন্ত্রণহীন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা

বাস্তবায়ন হয় না অনিয়ম তদন্ত প্রতিবেদন

রাকিব উদ্দিন

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে কার্যত কোন নীতিমালা নেই। এক রকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই চলছে প্রায় ১৬ হাজার এমপিওভুক্ত ও আংশিক এমপিওভুক্ত মাদ্রাসা। মাদ্রাসার সুপার ও শিক্ষক-কর্মচারীদের ঢালাওভাবে এমপিওভুক্তি করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)। নিয়মিত এমপিও'র অর্থ ছাড়, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, একাডেমিক কার্যক্রম ও পরিচালনা পরিষদের ওপর ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণ নেই মাউশি ও বোর্ড কর্তৃপক্ষের। মাদ্রাসার অনিয়ম নিয়ে তদন্ত প্রতিবেদন হলেও তা বাস্তবায়ন হয় না।

মাউশি মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তি (মান্থলি পে অর্ডার) বা বেতনের সরকারি অংশ করে বারবার আর্থিক কেলেঙ্কারির জন্ম দিয়েছে। মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণে এবার সরকার পৃথক একটি মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদফতর প্রতিষ্ঠা করেছে। তবে এই অধিদফতরের কাছে মাদ্রাসার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার আগ মুহূর্তে মাদ্রাসা শিক্ষকের নামে প্রায় দুই হাজার ব্যক্তিকে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় এমপিওভুক্ত করেছে মাউশি। এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতরা থাকছেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। নামকাওয়াস্তে কয়েকজনকে ঢাকার বাইরে বদলি করা হয়েছে মাত্র।

দেশব্যাপী এমপিওভুক্ত মাদ্রাসার দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার বিস্তার নিয়ে চরম উৎকণ্ঠায় রয়েছে মাদ্রাসার শিক্ষা বোর্ড। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের (ডিআইএ) কর্মকর্তারাও মাদ্রাসার এমপিও দুর্নীতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

এ বিষয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরিদর্শক আবুল বাশার সংবাদকে বলেন, 'মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণে কোন নীতিমালা নেই। দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল স্তরের মাদ্রাসায় সরাসরি এমপিও দেয় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর। কিন্তু এবতেদায়ি (প্রাথমিক স্তর) মাদ্রাসায় অনুদান (এমপিও) দেয় সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আর এই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।'

এ বিষয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক একেএম ছায়েফ উল্যা সংবাদকে, 'মাদ্রাসায় অনিয়ম, দুর্নীতির কোন শেষ নেই। উপজেলা, জেলা ও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মাদ্রাসায় বেশি অনিয়ম শনাক্ত হচ্ছে। আমরা বিভিন্ন সময়ে যেসব অভিযোগ পেয়েছি এর মধ্যে সুপার ও প্রিন্সিপলসহ গভর্নিং বডির সদস্যের বিরুদ্ধে বেশি অভিযোগ। এসবের অধিকাংশ দেশের উত্তরাঞ্চল বিশেষ করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, রংপুর, বগুরা, বাগেরহাট, খুলনা এলাকার। অন্যান্য জেলার মাদ্রাসার বিরুদ্ধেও অভিযোগ আছে।'

বোর্ড চেয়ারম্যান আরও বলেন, 'আমরা মাদ্রাসায় কঠোরভাবে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করছি। নজরদারি বাড়াচ্ছি। এরপরও সব মাদ্রাসাকে পুরোপুরি নজরদারির আওতায় আনা সম্ভব হয় না। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি বিধান অনুসারে এতই শক্তিশালী যে তারা ইচ্ছেমতো অনেক কিছুই করতে চায়। তারা মাদ্রাসার ফান্ডের টাকায় বাজার করছেন, কেনাকাটা করছেন, ইচ্ছেমতো অপচয় করছেন।'

দেশে তিন ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এর মধ্যে আলিয়া মাদ্রাসা সরাসরি সরকার নিয়ন্ত্রিত ও এমপিওভুক্ত বা আংশিক এমপিওভুক্ত মাদ্রাসা। অপরটি হলো কওমি মাদ্রাসা, যা সরকার অনুমোদিত নয়। ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের নামে এক শ্রেণির ব্যক্তি নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী যখন যেখানে খুশি কওমি মাদ্রাসা চালু করছে। কওমি মাদ্রাসা সম্পর্কে সরকারের কাছে কোন তথ্যউপাত্ত নেই। তবে সংশ্লিষ্টরা ধারণা করছেন, দেশে প্রায় ২০ হাজার কওমি মাদ্রাসা রয়েছে।

জানা গেছে, বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মাদ্রাসার আছে ১৬ হাজার ২২৬টি। এর মধ্যে পূর্ণ এমপিওভুক্ত দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা আছে ৭ হাজার ৬১০টি। এমপিওভুক্ত শিক্ষক আছেন ১ লাখ ২০ হাজার। কর্মচারী আছে প্রায় ৪০ হাজার। এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর জন্য প্রতি মাসে সরকারের ব্যয় হচ্ছে প্রায় পৌনে ২০০ কোটি টাকা। আর এবতেদায়ি মাদ্রাসা আংশিক এমপিওভুক্ত। এমপিওভুক্ত সকল মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী আছে প্রায় অর্ধকোটি। এছাড়াও নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারী আছে। দাখিল বা মাধ্যমিক স্তরের মাদ্রাসার প্রধানকে বলা হয় সুপার। আলিম

নিয়ন্ত্রণহীন : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

নিয়ন্ত্রণহীন : মাদ্রাসা.

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের মাদ্রাসা প্রধানকে বলা হয় প্রিন্সিপাল।

মাদ্রাসা পরিচালনায় নেই নীতিমালা

মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর কোন নীতিমালা নেই। ১৯৬১ সালের ঢাকা জেলা প্রশাসকের আদেশের ওপর ভিত্তি করে দায়সারাভাবে চলছে মাদ্রাসা শিক্ষা। সরকারের অনুদানে (এমপিও) পরিচালিত হলেও প্রায় সব মাদ্রাসা চলছে সুপার, প্রিন্সিপালসহ গভর্নিং বডির ইচ্ছায়। গভর্নিং বডিতে সুপার ও প্রিন্সিপলরা হচ্ছেন সদস্য সচিব। গভনিং বডিতে এসে প্রভাবশালীরা সরকারের আদেশ নির্দেশ অমান্য করে ইচ্ছেমতো প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে বলে অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এতে প্রতিষ্ঠান পরিণত হচ্ছে নিয়োগ ও ভর্তি বাণিজ্যের হাতিয়ার হিসেবে। অনেক ক্ষেত্রে সুপার ও প্রিন্সিপলরা নিজেদের পছন্দের লোক দিয়ে গভর্নিং বডি বা পরিচালনা পরিষদ গঠন করছেন। এমপিওভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা জরুরি এবং এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ দরকার বলেও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন।

মাদ্রাসায় সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ড

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড জানায়, সাতক্ষীরায় ২১৬টি মাদ্রাসার প্রায় আড়াই হাজার শিক্ষকের অধিকাংশই সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। সাতক্ষীরায় দাখিল মাদ্রাসা ১৬৮টি, আলিম মাদ্রাসা ২৬টি, ফাজিল মাদ্রাসা ১৮টি এবং কামিল মাদ্রাসা রয়েছে ৩টি। মোট ২১৬টি মাদ্রাসায় শিক্ষক আছে দুই হাজার ৪৬৬ জন।

একটি গোয়েন্দা সংস্থা জানায়, সাতক্ষীরার বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষক ২০১৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। এসব শিক্ষক ছাত্রদের লেলিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষকে রাস্তায় নাজেহাল করে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করে। রাস্তা কাটা, বোমা বিস্ফোরণ, গাছ কাটা, বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা ভাঙচুর, লুটপাট, কুপিয়ে ও পিটিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগের একাধিক নেতাকর্মীকে হত্যার অভিযোগে এক একজন মাদ্রাসা শিক্ষকের নামে ৫ থেকে ১৫/২০টি করে মামলা রয়েছে। অনেকেই গ্রেফতার হয়েছে। পালিয়ে রয়েছে কেউ কেউ। আবার অনেকেই পালিয়ে থাকায় তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করলেও মাদ্রাসার হাজিরা খাতায় নিয়মিত উপস্থিত স্বাক্ষর দেখিয়ে বেতনভাতা উত্তোলন করছে।

ডিআইএ'র একজন উপ-পরিচালক নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংবাদকে বলেন, 'বছরে এক থেকে দেড়'শ মাদ্রাসার অভিযোগ তদন্ত করে ডিআইএ। প্রতিটির বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ প্রমাণিত হয়। কিন্তু তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয় না। নানা মহলের তদবিরের চাপে দুর্নীতি করেও মাদ্রাসার কথিত শিক্ষকরা থেকে যায় শাস্তির বাইরে।'

পৃথক মাদ্রাসা অধিদফতর হওয়ার আগ মুহূর্তে এমপিও বাণিজ্য

মাউশি থেকে সম্প্রতি 'মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদফতর' নামে পৃথক একটি সংস্থা করা হয়েছে। নতুন জনবল নিয়োগ দিয়ে রাজধানীর স্কাউট ভবনে এর অফিস স্থাপন করা হয়েছে। এই অধিদফকর পৃথক হওয়ার আগ মুহূর্তে অপ্রত্যাশিতভাবে ও অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় প্রায় দুই হাজার মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিওভুক্ত করার গুরুতর অভিযোগ উঠলে এর তদন্ত শুরু করে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িতদের কোন শাস্তি না দিয়ে তাদের বদলি করা হয়েছে। 'গণহারে' এমপিওভুক্তির কারণে গত আগস্ট থেকে প্রতিমাসে মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারীর জন্য অতিরিক্ত প্রায় দেড় কোটি টাকা করে বেশি ছাড় দিচ্ছে মাউশি।

সর্বশেষ জুলাই মাসে এমপিওভুক্ত করা মাদ্রাসার ৩৪ হাজার ৬৯ জন শিক্ষক-কর্মচারীর নথিপত্র পুণরায় যাছাইবাচাই (রি-চেক) করা হয়। এর মধ্যে কমপক্ষে দুই হাজার শিক্ষক-কর্মচারীকে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় এমপিওভুক্তির অভিযোগ উঠে। সংশ্লিষ্টরা জানায়, শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়োগ, প্রাপ্যতা, শূন্যপদ, মাদ্রাসায় আদৌ প্রয়োজনীয় ছাত্রছাত্রী আছে কী না সেসব বিষয় বিবেচনায় নেয়া হয়নি। 'মাদ্রাসা অধিদপ্তর' অন্যত্র চলে যাচ্ছে- এই গুজব রটিয়ে অনৈতিক পন্থা ও আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে হটাৎ করে বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিকে এমপিওভুক্ত করা হয়। এতে প্রতি বছর প্রায় ১৮ কোটি টাকা 'গচ্ছা' দিতে হবে সরকারকে।

একমাস পরপর এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শূন্যপদে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্ত করা হয়। এতে প্রতি এমপিও'তে দুই থেকে তিন হাজার শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্তি পায়। এর মধ্যে মাদ্রাসায় প্রতি মাসে ৭০০ থেকে ৮০০ জন এমপিওভুক্তি পায়।

কিন্তু সর্বশেষ জুলাইয়ে মোট সাত হাজার ৬১০টি (দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল) মাদ্রাসার রেকর্ড সংখ্যক তিন হাজার ৪৬৯ জনকে এমপিওভুক্ত করা হয়। এর আগে গত মে মাসে মাদ্রাসায় এমপিও দেয়া হয়েছিল এক হাজার ৩৬৪ জনকে। গত জানুয়ারি ও মার্চে মাদ্রাসায় এমপিওভুক্তি পায় প্রায় ৫০০ জন।

নব প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদফতরে একজন মহাপরিচালক, দু'জন পরিচালকসহ প্রায় সব পদেই কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এখন মাউশি মাদ্রাসার সকল নথিপত্র ওই সংস্থাকে বুঝিয়ে দিবে।

মাদ্রাসা শাখার সনদ জালিয়াতি

গত দেড় বছরে মাদ্রাসা শাখায় অসংখ্য ভুয়া সনদধারীদের এমপিও দেয়া হয়েছে। তদন্তে ধরা পড়ার পর অনেকের এমপিও স্থগিত করা হয়েছে। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসার শত শত শিক্ষক ভুয়া এনটিআরসিএর সনদ দিয়ে এমপিওভুক্ত হয়ে চাকরি করছেন বলে ডিআইএ'র তদন্তে তথ্যউপাত্ত মিলেছে।

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার সাতগিরি দাখিল মাদ্রাসার সুপার ভুয়া নিবন্ধনে নিজ পুত্র ও পুত্রবধূকে চাকরি দেয়ায় নিজের চাকরি হারিয়েছেন। পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলার হোসেনাবাদ ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার চারজন শিক্ষক ভুয়া নিবন্ধন সনদ নিয়ে চাকরি নেয়। পরে বিষয়টি জেলা শিক্ষা অফিসের তদন্তে ধরা পড়ে। এ শিক্ষকরা হলেন কামরুল হাসান, জামাল উদ্দিন, সুরাইয়া বেগম ও এহছানুল ইসলাম প্রধান। তাদের মধ্যে প্রথম দুজন এমপিওভুক্ত হয়ে সরকারি বেতন-ভাতাও ভোগ করছিলেন। পরে তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

পঞ্চগড় সদর উপজেলার প্রধানপাড়া দারুল ফালাহ্ দাখিল মাদ্রাসার ডেজিনা আক্তারের নিবন্ধন সনদও সরকারি তদন্তে ভুয়া প্রমাণিত হয়। কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলার কাজলা আলিম মাদ্রাসার ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক ওমর ফারুক এবং আরবি বিভাগের প্রভাষক শিহাব উদ্দিনের বিরুদ্ধেও ভুয়া নিবন্ধন সনদ নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাদের এমপিও স্থগিত হয়েছে।